Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume –2, Issue-iii, published on July 2022, Page No. 93–99
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848 (Online)

শিশু বিকাশে মাতৃভাষা : রবীন্দ্র ভাবনা ও ভারতীয় শিক্ষা কমিশন

শ্রীমতী তারা প্রামানিক
অধ্যাপিকা, বিভাগীয় প্রধান
শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ, বিবেকানন্দ মহিলা মহাবিদ্যালয়, বরিশা, কলকাতা
ই-মেইল: tara.pramanik@gmail.com

Keyword
বিকাশ, মিথোষ্ক্রিয়া, মাতৃভাষা, শিক্ষাস্তর, জনশিক্ষা, কমিশনের সুপারিশ

Abstract
মানবশিশু তার নিজ বৈশিষ্ট্য গুনে সতত স্বয়ংক্রিয়াশীল। ব্যক্তিসত্তার গঠন ও বিকাশের মূল উপাদান হল ব্যক্তির সক্রিয়তা ও তার সামাজিক প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যেকার মিথোষ্ক্রিয়া। ব্যক্তি যেহেতু সমাজবদ্ধ জীব তাই দৈহিক মানসিক, প্রাক্ষোভিক বিকাশের সাথে তার ভাষাগত বিকাশ বা দক্ষতা তার সামাজিক ভাববিনিময়ে এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ জায়গা রাখে, যা একজন সামাজিক মানুষের সামাজিকতার সূচক হিসেবে গন্য হয়। ভাবের আদান-প্রদান, চিন্তা-ভাবনা এবং বিভিন্ন কাজকর্মের ক্ষেত্রে মাতৃভাষা শক্তি সঞ্চারিনীরূপে কাজ করে। শৈশবে শিশুর উপর মাতৃভাষা ভিন্ন অপর একটি অপরিচিত ভাষা আরোপ করলে বিশেষ পরিবেশে লালিত মুষ্টিমেয় শিশু বাদে অধিকাংশ শিশুর পক্ষে সে ভাষা আয়ত্ত্ব করা সম্ভব হয় না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে মাতৃভাষার কোন বিকল্প ছিল না। রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম মাতৃভাষার হাত ধরে অর্থাৎ বাঙালীর বাংলা ভাষার মাধ্যমে ব্যাপক জনশিক্ষার প্রসারের ওপর প্রধান গুরুত্ব দেন। শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে কোঠারী কমিশন (১৯৬৪-৬৬) এবং জাতীয় শিক্ষানীতি-২০২০ র ভাষা সম্পর্কিত মতামত এক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

Discussion

প্রাণের ভাষা মাতৃভাষা :

একটি শিশু তার বিকাশের পথে ভাষার দক্ষতা অর্জন করে তার সামাজিক জীবনযাপনের মাধ্যমে। এই অর্থে ভাষাশিক্ষা একটি সামাজিক প্রক্রিয়া। ভাষা বিকাশের প্রথম পর্যায়ে শিশুরা ধ্বনিগুলি উচ্চারণ করে, তারপর ধীরে ধীরে সরল থেকে জটিল ব্যঞ্জন ধ্বনিগুলি উচ্চারণে সক্ষম হয়। সাথে সাথে শিশু অন্যের কথা শুনে শুনে বলতে শেখে। অনুকরণ, অনুভাবন ও অনুবর্তনের মাধ্যমে সে বিভিন্ন শব্দ উচ্চারন করতে শেখে। এইভাবে স্বতঃস্ফূর্ত জীবনযাপনের মধ্য দিয়ে শিশু যে ভাষা আয়ত্ত্ব করে সেই ভাষাকে প্রকৃতপক্ষে মাতৃভাষা বলা হয়। আসলে প্রত্যেকের মাতৃভাষা তার জীবনে

নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের মতো সাবলীলভাবে ক্রিয়াশীল। ফলে শিক্ষাজীবনের প্রারম্ভেই ছোট ছেলেমেয়েদের নিজেদের ক্ষমতা ও যোগ্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন ওঠে, অনাস্থা দেখা যায়। বরং যে ভাষায় শিশু কথা বলে, পরস্পরের সঙ্গে ভাববিনিময় করে, যে ভাষায় সে তার আবেগ অনুভূতি তার বাবা-মা'র কাছে প্রকাশ করে, যে ভাষায় শিশু খেলার মাঠে ও বিদ্যালয়ে তার সঙ্গী সাথীদের সঙ্গে ঝগড়া ও ভাব করে সেই ভাষাই সে লিখতে পড়তে শিখবে। এ সম্পর্কে কোন দ্বিধা বা সংশয়ের অবকাশ নেই। কারণ যে ভাষায় সে কথা বলতে শিখেছে সেই ভাষায় লিখিত রূপ আয়ত্ত্ব করা যত সহজ, অন্য কোন অপরিচিত ও অজ্ঞাত ভাষার ক্ষেত্রে তা সম্ভব নয়। এছাড়াও মাতৃভাষায় লিখিত বক্তব্যের অর্থানুধাবন একটি শিশুর পক্ষে যত সহজ, অন্যান্য ভাষায় ব্যক্তি বিষয়ের মর্মার্থ উপলব্ধি করতে পারা ততই কঠিন। শৈশবে মাতৃভাষার পরিবর্তে অন্য ভাষা লিখতে পড়তে শেখানোর বা মাতৃভাষার পরিবর্তে অন্য ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের পরিকল্পনা যতই চটকদারী বা ব্যবহারিক প্রয়োজন সাধক বলে মনে হোক না কেন প্রকৃতপক্ষে শিশুর বিকাশে তা বিশেষ প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। এমনকি শৈশবে মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য ভাষা শিক্ষা শিশুর উপর আরোপ করলে তার পক্ষে ওই অতিরিক্ত ভাষাটি আয়ত্ত্ব করতে শুধু বিশেষ অসুবিধা হয় তাই নয়, তার মাতৃভাষারও আশানুরূপ দখল জন্মাতে পারে না। বিভিন্ন দেশের ভাষা বিজ্ঞানীদের গবেষণালব্ধ ফল এবং আমাদের নিজ নিজ জীবনের অভিজ্ঞতা এই শিক্ষাই দেয়। 'শিশুশিক্ষার ভাষা' সংকলনে এ মুখার্জীর কথায়—

> "একটু অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি নিয়ে শিক্ষার্থীদের ভাষা শিক্ষার ধারাকে পর্যবেক্ষণ করলেও আমরা এ সত্য উপলব্ধি করতে পারব। তাই শিশুর ব্যক্তিত্বের সুষম বিকাশের প্রয়োজনেই শিশু শিক্ষার প্রথম স্তরে শিশুর আপন ভাষায়' উন্নততর দক্ষতা অর্জনের সুযোগকে সুনিশ্চিত করতে হবে। ভাষা শিক্ষার সহজ সরল সাবলীল আনন্দময় ও স্বাভাবিক পরিবেশ প্রতিটি শিশুর জন্য সুরক্ষিত করার উদ্দেশ্যে এই স্তরে একটিমাত্র ভাষা-মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থাই কাম্য।"[১]

মাতৃভাষা ও রবীন্দ্রনাথ :

বয়োঃবৃদ্ধির সাথে যুগের চাহিদানুসারে একাধিক ভাষা আমাদের শিখতে হতে পারে, কিন্তু আমাদের এটা ভুলে গেলে চলবে না যে, ব্যক্তির জীবনে তার ব্যক্তিসত্ত্বার বিকাশে মাতৃভাষার স্থান অন্যতম। সামাজিকতা, উৎপাদনশীলতা, বিচারবিশ্লেষণ ক্ষমতা, দক্ষতা, আবেগ অনুভূতির শুষম প্রকাশ যোগ্যতা প্রভৃতি সুলক্ষণগুলির যথাযথ বিকাশ ও সমন্বয় সাধনের মাধ্যমেই একটি মানুষের ব্যক্তিসত্ত্বা সংগঠিত হয়। সেখানে তার মাতৃভাষার সুষম ব্যবহারই বহুমাত্রিক ও সাবলীল হয়ে উঠতে পারে। ভাষাবিজ্ঞানীগন বলেছেন, নিজের ভাষায়, উন্নততর যোগ্যতা অর্জনের পরই দ্বিতীয় ভাষা শেখা শুরু করাই শ্রেয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথায়—

> "...আমার বারো বৎসর বয়স পর্যন্ত ইংরেজি বর্জিত এই শিক্ষাই চলেছিল তারপর ইংরেজি বিদ্যালয়ে প্রবেশের অনতিকাল পরেই আমি স্কুল মাষ্টারের শাসন হতে ঊর্ধ্বশ্বাসে পলাতক... ভাগ্যবলে অখ্যাত নর্ম্যাল স্কুলে ভর্তি হয়েছিলাম, তাই নিজের ভাষায় চিন্তাকে ফুটিয়ে তোলা, সাজিয়ে তোলার আনন্দ গোড়া থেকেই পেয়েছি।"[২]

ছোটো থেকে অপরিচিত কোন ভাষা শিশুর ওপর আরোপিত হলে শিশুদের আত্মপ্রকাশে যখন বাধা হয়, ব্যহত হয় তার স্বতঃস্ফূর্ততা, তখন শিক্ষকমশাই ও বয়োঃজ্যোষ্ঠরা তাদের অক্ষমতাকে তিরস্কার করতেও দ্বিধা বোধ করেন না, ফলস্বরূপ ছেলেমেয়েদের মধ্যে হীনমন্যতাবোধ তৈরি হয়, যা ব্যক্তিত্ব বিকাশে ক্ষতিকর প্রভাব তো ফেলেই, সেইসাথে ছোট শিশুরা আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে, হতাশা তাদের গ্রাস করে, লেখাপড়ায় ও যে কোন কাজে তাদের ভীতি জন্মায়, ক্রমশঃ মানসিকভাবে হীনবল হয়ে পড়ে।

শিক্ষায় মাতৃভাষার স্থান সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের ভিন্নতর ব্যাখ্যা আমরা তাঁর 'শিক্ষার বাহন', 'লক্ষ্য ও শিক্ষা', শিক্ষার সাঙ্গীকরণ', 'শিক্ষার হেরফের', প্রভৃতি শিক্ষা বিষয়ক বিভিন্ন প্রবন্ধে পেয়ে থাকি। রবীন্দ্রনাথের কাছে

শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে মাতৃভাষার কোন বিকল্প ছিল না। শিক্ষালাভের মাধ্যমের ক্ষেত্রে এবং ভাষাশিক্ষার ক্ষেত্রে মাতৃভাষার যে অতুলনীয় স্থান তা কবি রবীন্দ্রনাথ এবং সমাজ-সচেতন শিক্ষক রবীন্দ্রনাথ একদিনের জন্যও ভোলেন নি। এক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য–

> "বিদ্যা বিস্তারের কথাটাকে যখন ঠিক মতো মন দিয়া দেখি তখন তার সর্বপ্রধান বাধাটা এই দেখিতে পাই যে তার বাহন ইংরেজী। বিদেশি মাল জাহাজে করিয়া শহরের ঘাট পর্যন্ত আসিয়া পৌঁছিতে পারে, কিন্তু সেই জাহাজটাতে করিয়াই দেশের হাটে হাটে আমদানি-রফতানি করাইবার দুরাশা মিথ্যা। যদি বিলাতি জাহাজটা কায়মনে আঁকড়াইয়া ধরিতে চাই তবে ব্যবসা শহরেই আটকা পড়িয়া থাকিবে।"[৩]

তবে মাতৃভাষা তথা বাংলা ভাষার প্রতি অতিরিক্ত শ্রদ্ধা বা সংকীর্ণ আঞ্চলিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে তিনি এ মনোভাব পোষণ করতেন – এমনটা মনে করা মোটেই সমীচিন হবে না। বরং দেখা যায় ইংরেজী আবহাওয়ায় স্বচ্ছন্দ বিহার করেও পাশাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ও পাশচাত্ত্য কোন বিজ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকেও রবীন্দ্রনাথ আজীবন মাতৃভাষার বন্দনা করে গেছেন। ইংরেজদের শাসনকালে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষালাভের সুযোগ সৃষ্টি যে কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিল এবং এর পথে অনেক অনেক বাধা উপস্থিত হবে সে বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ সচেতনই ছিলেন। এমনকি তিনি এও জানতেন যে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের প্রস্তাবটি যতই যুক্তিসঙ্গত বা স্বাভাবিক হোক না কেন, সমাজের মুষ্টিমেয় এক শ্রেণীর ইংরেজী ভাষায় শিক্ষিত তথাকথিত স্মার্ট সম্প্রদায়ের মানুষ এ বিষয়ে সায় দেবেন না এবং নানা যুক্তি দেখিয়ে বাধা সৃষ্টি করবেন। এসব জেনেই তিনি ১৯৩৫ সালে লিখিত 'শিক্ষার সঙ্গীকরণ' প্রবন্ধে লিখেছেন-

> "শিক্ষায় মাতৃভাষাই মাতৃদুগ্ধ; জগতে এই সর্বজনস্বীকৃত নিরতিশয় সহজ কথাটা বহুকাল পূর্বেই একদিন বলেছিলাম; আজও পুনরাবৃত্তি করব। সেদিন যা ইংরেজি শিক্ষার- মন্ত্রমুগ্ধ কর্ণকুহরে অশ্রাব্য হয়েছিল আজও যদি তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় তবে আশাকরি পুনরাবৃত্তি করবার মানুষ বারে বারে পাওয়া যাবে।"[৪]

– তাঁর একথা পরে অনেকভাবে সত্য বলে প্রমাণিতও হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ সারাজীবনই সর্বজনীন শিক্ষা এবং মাতৃভাষার মাধ্যমে জনশিক্ষার জন্য সংগ্রাম করেছিলেন। বাংলার 'নবজাগরণ'–এর পুরোধা ও প্রাণপুরুষেরা আধুনিক শিক্ষাপ্রসারের ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম মাতৃভাষার অর্থাৎ বাংলা ভাষার মাধ্যমে ব্যাপক জনশিক্ষার প্রসারের ওপর প্রধান গুরুত্ব দেন। তিনি বলেন –

> "দেশবাসীর রাজনৈতিক চেতনা এবং অধিকারবোধের জন্য এই শিক্ষার প্রয়োজন। যৌবনের সূচনাকালে তার বিখ্যাত 'ন্যাশনাল ফন্ড' প্রবন্ধে বললেন (ভারতী কার্তিক, ১২৯০): ...আমরা গভর্নমেন্টের কাছে ভিক্ষা মাগিতেছি কেন? এখনো আমাদের অধিকার জন্মে নাই বলিয়া অধিকার বিশেষের জন্য আমরা প্রস্তুত হইতে পারি নাই বলিয়া। যখন কেবল দুই-চারি জন নয়, আমরা সমস্ত জাতি অধিকার বিশেষের জন্য প্রস্তুত হইবো তখন কি আমরা ভিক্ষা চাহিব। তখন আমরা দাবি করিব গভর্নমেন্টকে দিতেই হইবে।
>
> তাহার এক উপায় আছে বিদ্যা শিক্ষার প্রচার। আজ যে ভাব গুলি গুটিদুই তিন মাত্র লোক জানে, সেই ভাব সাধারণে যাহাতে প্রচার হয় তাহারই চেষ্টা করা, এমন করা, যাহাতে দেশের গাঁয়ে গাঁয়ে পাড়ায় পাড়ায় নিদেন গুটিকতক করিয়া শিক্ষিত লোক পাওয়া যায় এবং আমাদের দ্বারা অশিক্ষিতদের মধ্যেও কতকটা শিক্ষার প্রভাব ব্যাপ্ত হয়। কেবল ইংরেজি শিখিলে কিংবা ইংরেজিতে বক্তৃতা দিলে এইটি হয় না। ইংরেজিতে যাহা শিখিয়াছো তাহা বাংলায় প্রকাশ কর, বাংলা সাহিত্যে উন্নতি লাভ করুক ও অবশেষ বঙ্গ বিদ্যালয়ে দেশ ছাইয়া সমুদয় শিক্ষা বাংলা ব্যাপ্ত হইয়া পড়ুক। ইংরেজীতে শিক্ষা কখনই দেশের সর্বত্র ছড়াইতে পারিবে না। তোমরা দুটি চারটি লোক ভয়ে ভয়ে ও কি কথা কহিতেছ? সমস্ত জাতিকে একবার দাবী করিতে শেখাও। কিন্তু সে কেবল বিদ্যালয় স্থাপনের দ্বারা হইবে- Political Agitation এর দ্বারা হইবে না।"[৫]

উচ্চশিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার ব্যবহার কিম্বা শিক্ষার সর্বস্তরে বাংলা ভাষাকেই মাধ্যম করে এগিয়ে চলার সপক্ষে উচ্চশিক্ষিত মানুষের এক অংশের যে কুণ্ঠা রয়েছে তাতে যে দ্বিধাগ্রস্ত মনোভাব দেখা যায় তা অত্যন্ত দুঃখজনক। বাংলা ভাষাকে সর্বস্তরে শিক্ষাক্ষেত্রে মাধ্যম করে তার প্রসার বৃদ্ধির পরিবর্তে বরং সর্বস্তরে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা নীতিগতভাবে শ্রেয় কিন্তু কার্যত সম্ভব নয়– এরূপ একটি মানসিকতাকে প্রচারের মাধ্যমে স্থায়ীরূপ দেওয়ার জন্য অন্য এক অংশের শিক্ষিত মানুষের প্রয়াস অনেক মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। দুঃখের হলেও একথা সত্য যে আজও আমরা বাংলায় বাংলাভাষার তথা মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার সার্বিকীকরণ তথা শিক্ষায় প্রশস্ত অঙ্গনে মাতৃভাষার পূর্ণ অভিষেক সম্ভব করে তুলতে পারিনি। এ ব্যপারে রবীন্দ্রনাথের দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে শিক্ষায় মাতৃভাষার বিকল্প নেই এবং মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষায় শিক্ষা সহবর্তিনী ও সর্বত্রগামী হতে পারেনা। অন্য ভাষা আমাদের বিভিন্ন উদ্দেশ্য সাধনে নানাভাবে সাহায্য করতে পারে কিন্তু তা কখনও শিক্ষার মাধ্যমে কিম্বা কল্পনাশক্তি বা চিন্তাশক্তির আধার উৎস হতে পারে না। কারণ শিশুর পূর্ণ বিকাশ নির্ভর করে অনেকাংশেই কল্পনাশক্তি ও চিন্তাশক্তির বিকাশের উপর।

রবীন্দ্রনাথ যে আবহাওয়ায় বা পরিবেশে মানুষ এবং যে কালে মানুষ, সেই আবহাওয়ায় ও সেইকালে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতে এবং বৃটিশ অধীন ভারতবর্ষের রাজধানী কলকাতায় পাশ্চাত্য তথা ইংরেজীয়ানার অবাধ চলাচল। তা সত্ত্বেও বাংলা ভাষা তথা নিজ মাতৃভাষার প্রতি তাঁর এই প্রত্যয় জন্মেছিল তাঁর নিজের জীবন অভিজ্ঞতা ও নানা দেশের অভিজ্ঞতা থেকে। তিনি বলেছেন,

> "বাংলা ভাষার দোহাই দিয়ে যে শিক্ষার আলোচনা বারবার দেশের সামনে এনেছি তার মূলে আছে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা... মনের চিন্তা ও ভাব কথায় প্রকাশ করবার সাধনা শিক্ষার একটি প্রধান অঙ্গ। ...বিদেশি ভাষা প্রকাশ চর্চার প্রধান অবলম্বন হলে সেটাকে যেন মুখের ভিতর দিয়ে ভাব প্রকাশের অভ্যাসে দাঁড়ায়। ...একদা মধুসূদনের মতো ইংরেজি বিদ্যায় অসামান্য পন্ডিত এবং বঙ্কিমচন্দ্রের মত বিজাতীয় বিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র এই মুখোশের ভিতর দিয়ে ভাব বাতলাতে চেষ্টা করেছিলেন। শেষকালে হতাশ হয়ে সেটা টেনে ফেলে দিতে হলো।"[৬]

ভাষা সম্পর্কে শিক্ষা কমিশনের মতামত :

প্রসঙ্গত সর্বভারতীয় শিক্ষা কমিশন তথা কোঠারী কমিশনের (১৯৬৪-১৯৬৬) ভাষা সম্পর্কিত মতামত এখানে প্রনিধানযোগ্য। শিক্ষার কোন স্তরে কোন ভাষা স্থান পাবে, তার একটি সুস্পষ্ট বিভাজন দিয়েছে কোঠারী কমিশন—

ক্রমিক নং	শিক্ষাস্তর	পাঠ্য ভাষা
১	প্রাক-প্রাথমিক	**কেবল মাতৃভাষা**
২	নিম্ন প্রাথমিক →	মাতৃভাষা অথবা একটি আঞ্চলিক ভাষা
৩	উচ্চ প্রাথমিক →	দুটি ভাষা আবশ্যক – ১) মাতৃভাষা অথবা আঞ্চলিক ভাষা ২) হিন্দি অথবা ইংরেজি। এছাড়া একজন শিক্ষার্থী ইংরেজি হিন্দি আঞ্চলিক ভাষার মধ্যে যেকোনো একটি ভাষাকে তৃতীয় ভাষা ঐচ্ছিক হিসেবে নিতে পারে।

৪	**নিম্ন মাধ্যমিক** ⟶	তিনটি ভাষা আবশ্যিক। ও হিন্দি ভাষাভাষী অঞ্চলের শিশুদের পড়তে হবে। ১) মাতৃভাষা অথবা আঞ্চলিক ভাষা ২) উচ্চ অথবা নিম্নস্তরের হিন্দি ৩) উচ্চ বা নিম্ন স্তরের ইংরেজি। হিন্দি ভাষাভাষী অঞ্চলের শিশুদের পড়তে হবে- ১) মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা ২) ইংরেজি (অথবা হিন্দি, যদি ইংরেজি মাতৃভাষা হয়) ৩) হিন্দি ছাড়া অন্য আঞ্চলিক ভারতীয় ভাষা। এছাড়াও আরও একটি প্রাচীন ভাষাকে ঐচ্ছিক হিসেবে নেওয়া যাবে। এছাড়া রাশিয়ান জার্মান ফ্রেঞ্চ স্প্যানিশ চাইনিজ অথবা জাপানি ভাষা শেখানোর জন্য শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করা দরকার। প্রতিটি রাজ্যে কয়েকটি নির্বাচিত স্কুলে এই ভাষাগুলি শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। এই ভাষাগুলি আলাদাভাবে অথবা ইংরেজি বা হিন্দির বদলে পড়তে পারে।
৫	**উচ্চ মাধ্যমিক** ⟶	একজন শিক্ষার্থী দুটি ভাষা বেছে নিতে পারবে। এই বিষয়গুলি নিম্ন মাধ্যমিক স্তরের তিনটি ভাষা ছাড়াও একজন শিক্ষার্থী যেকোনো আঞ্চলিক ভারতীয় বাজে কোন বিদেশী ভাষা অথবা যে কোন প্রাচীন ভাষা নিতে পারবে। তবে সাধারন ক্ষেত্রে অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী হিন্দি অথবা আঞ্চলিক ভাষা এবং ইংরেজি নেবে। এছাড়াও কমিশন বেশ কিছু নির্বাচিত স্কুলে ইংরেজি ছাড়াও বিদেশী ভাষা হিসেবে রাশিয়ান ভাষা পড়ানোর উপর গুরুত্ব দিয়েছিল। অর্থাৎ ভাষা হিসেবে শিক্ষার্থী নেবে মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা, ইংরেজি, যেকোনো আধুনিক ভারতীয় ভাষা, যেকোন আধুনিক বিদেশী ভাষা, যেকোনো প্রাচীন ভাষা- তার মধ্যে যেকোনো দুটি।
৬	**উচ্চশিক্ষা স্তর** ⟶	উচ্চশিক্ষার স্তরে কোন ভাষা শিক্ষা বাধ্যতামূলক নয়। তবে আঞ্চলিক ভারতীয় ভাষা বা প্রধান ভাষা ইলেকটিভ বিষয় হিসেবে উচ্চশিক্ষার স্তরে থাকবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরে ধীরে ধীরে আঞ্চলিক ভাষায় পড়ানোর ব্যবস্থা করতে হবে। প্রথমদিকে প্রথম ডিগ্রী স্তরে আঞ্চলিক ভাষায় পড়ানোর ব্যবস্থা করা যেতে পারে তবে দ্বিতীয় স্তরে শিক্ষার মাধ্যম হবে ইংরেজি। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিটি শিক্ষকের যথাসম্ভব দুটি ভাষা জানা দরকার (আঞ্চলিক ভাষা ও ইংরেজি)। দ্বিতীয় ডিগ্রী স্তরের ছাত্রছাত্রীদেরও দুটি ভাষা জানা দরকার। ইংরেজি ভাষা ছাড়াও অন্যান্য বিদেশী ভাষা বিশেষ করে রাশিয়ান ভাষা শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এই স্তরে।[৭]

উপরিউক্ত বিভাজন থেকে এটা স্পষ্ট যে শিক্ষা কমিশন শিক্ষার সর্বস্তরে মাতৃভাষা ছাড়াও আরোও অনেক ভাষার সমাগম আহ্বান করেছেন, যা ঘুরে ফিরে ঐ সেই বিশেষ উচ্চশিক্ষিত এক সম্প্রদায়ের মানুষকে সমর্থন জানিয়েছে। কিন্তু

সেইসাথে অপেক্ষাকৃত নীচু ক্লাসের জন্য রবীন্দ্রনাথের মাতৃভাষাকে মাতৃদুগ্ধের ন্যায় ব্যবহার করারও পক্ষপাতী। কমিশনের মতামত হল– ইংরেজি ভাষা শিক্ষা সাধারণভাবে পঞ্চম শ্রেণীর আগে শুরু হওয়া উচিত নয়। মাতৃভাষায় পর্যাপ্ত দখল জন্মানোর পরই ইংরেজি শেখানো শুরু করা উচিত। বরং পঞ্চম শ্রেণীর আগে ইংরেজী ভাষা শেখানো শুরু করা শিক্ষাবিজ্ঞান বিরোধী (Educationally unsound)। কমিশনের মতামত হল– ইংরেজীর মতো বিদেশী ভাষা শুরু করার আগে মাতৃভাষার যথেষ্ট দখল থাকা প্রয়োজন। বরং প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে অতিরিক্ত ভাষা শিক্ষার বোঝা চাপালে তা জনশিক্ষা প্রসারে বাধাস্বরূপ হবে। এই ভাষাশিক্ষার বোঝা প্রাথমিক স্তরেই ছেলেমেয়েদের দ্বারা সমর্থিত ও গৃহীতও হয়। কিন্তু এই সিদ্ধান্তের ফলে অনেকে মনে করেছেন যে, যে সমস্ত ছেলেমেয়েরা প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা শেষ করে পড়াশোনা ছেড়ে দেবে, তারা ঐ ইংরাজীর ভাষার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে। আবার কেউ মনে করেছে একেবারে প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি না শিখলে সকলে ইংরেজিতে পিছিয়ে পড়বে। কিন্তু তারা ভুলে যান যে প্রাথমিক স্তরে পিছিয়ে পড়া ঘরের ছেলেমেয়েরা বিদ্যালয় থেকে যেভাবে যতটুকু ইংরেজির জ্ঞান অর্জন করবে, বিদ্যালয় ছেড়ে চলে যাবার পর এই সামান্য জ্ঞানের সঙ্গে তাদের ব্যবহারিক জীবনে কোন যোগাযোগ না থাকায় অচিরেই তারা তা ভুলে যায়। এমনকি এসব ঘরের ছেলেমেয়েদের একটা বড় অংশ শিক্ষা সম্পর্কে ভীতি ও অনীহা জন্মানোর কারণে বিদ্যালয় ছেড়ে চলে যায় এবং প্রাথমিক শিক্ষাটুকুও তারা শেষ করতে পারে না।[৮] রবীন্দ্রনাথের মতো কমিশনেরও মত যে, মাতৃভাষায় যথেষ্ট দখল জন্মানোর পর দ্বিতীয় একটি ভাষা শেখা সহজ হয়। তাছাড়া শুধু আমাদের দেশে কেন, পৃথিবীর কোন দেশের পক্ষেই তাদের সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় যোগ্য বিদেশী ভাষার এত প্রচুর শিক্ষক দেওয়া সম্ভব নয়। আর ভাষা শিক্ষণের প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থী যদি উপযুক্ত শিক্ষকের সাহচর্য না পায় তবে তার পক্ষে সে ভাষা আয়ত্ত্ব করা যেমন কঠিন হবে ঠিক তেমনই পরবর্তী স্তরে সেই বাধা অতিক্রম করাও দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। এর ফলে বিদ্যালয় স্তরে ইংরেজী শিক্ষার মান উন্নত না হয়ে বরং মানের অবনতিই ঘটবে।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ তে বলা হয়েছে, বহুভাষিকতাকে (Multilingualism) উৎসাহিত করতে ত্রিভাষা সূত্রের বাস্তবায়ন তো ঘটাতে হবেই, সেই সঙ্গে যখনই সম্ভব হবে ঘরোয়া ভাষা বা স্থানীয় ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা প্রদান করা প্রয়োজন। পাবলিক এবং প্রাইভেট সব স্কুলেই পঞ্চম শ্রেণী কিম্বা অন্তত অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত মাতৃভাষাই হোক শিক্ষার মাধ্যম। উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে মাতৃভাষা বা স্থানীয় ভাষার মাধ্যমে সমস্ত নির্দেশাবলী দেওয়া হবে, অথবা দ্বিভাষিক ভাবেও দেওয়া যেতে পারে। শিক্ষা মন্ত্রকের কাছে এই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে বিদ্যালয় স্তরে পাঠ্যক্রমিক কাঠামোটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মাতৃভাষার মাধ্যমেই ছেলেমেয়েরা তাদের শিখনের লভ্যাংশ অর্জন করবে। বিদ্যাঞ্জলি পোর্টালে (Vidyanjali portal) শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মাতৃভাষায় সহায়তা দানের ব্যবস্থার কথাও বলা হয়েছে এই কমিশনের খসড়ায়।[৯] এই শিক্ষা কমিশন আসলে বলতে চেয়েছে শিক্ষা ক্ষেত্রে থাকবে একত্রে তিনটি বা চারটি ভাষার সুযোগ, তার মধ্যে থেকে কোন একটিকে শিক্ষার্থী বেছে নিতে পারবে। তার সেই বাছাই এর মধ্যে তার মাতৃভাষাটি থাকতেও পারে নাও পারে। সেক্ষত্রে শিক্ষককে ওই সবকটি ভাষায় মোটামুটি ভাবে দক্ষ হতে হবে যাতে তাঁরা ন্যুনতম মাত্রায় শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মিথোষ্ক্রিয়া করতে পারেন এবং শিক্ষার্থীদের চাহিদা নিবৃত্তি করতে পারেন।

পরিশেষে আর একটি বিষয়ে আলোকপাত না করলে বিষয়টি অসম্পূর্ণ থেকে যায়, সেটি হল– উচ্চশিক্ষাস্তরে গবেষনাকার্য বা পি.এইচ.ডি কার্যের বিষয় যাই হোক কেন বাংলা সাহিত্য ছাড়া বাকী প্রায় কম বেশী সমস্ত বিষয়ের বা শৃঙ্খলার শিক্ষার্থীগণকে ইংরেজী ভাষাতেই গবেষণা কার্য চালাতে হবে বা হচ্ছে –এরকমই এক অলিখিত বা লিখিত আস্ফালন সারাক্ষণ রক্তচক্ষু দেখায় সেই সকল মানুষগুলিকে যারা উচ্চশিক্ষিত, বাংলা মাতৃভাষায় রীতিমতো সাবলীল, উচ্চচিন্তার অধিকারী, সৃজনীভাবনার অধিকারী, যারা নতুন নতুন গবেষনার মধ্যে দিয়ে তাদের উদ্ভাবনী শক্তির স্ফূরন ঘটাতে পারে অথচ ইংরেজী ভাষায় দক্ষতার অভাবে বা ইংরেজীতে ভাবপ্রকাশের সামর্থের ঘাটতিতে তাঁরা গবেষণা কার্য্য থেকে বিরত থাকছেন বা পিছু হটছেন। একথা অনস্বীকার্য যে ঐ ব্যক্তিরা তাদের মাতৃভাষা বাংলায় যদি গবেষণার সুযোগ পান হয়তো অনেক চমকপ্রদ দিগন্ত উন্মোচনকারী অসাধারন কাজের অবদান রাখবেন কিন্তু ইংরেজী ভাষার শক্ত বাঁধনে বারবারই

হারিয়ে যায় তাঁদের ভাষার স্বচ্ছলতা, লেখনীর সাবলীলতা এবং চিন্তাভাবনার গতিময়তা। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক স্তরের বড় বড় বিদ্বজনেরা কখনো কি গবেষণাকার্যের ক্ষেত্রে এই বাধা বা সমস্যার কথা চিন্তা করেছেন? এটিও এক বড় প্রশ্ন হিসেবে দেখা যায় মাতৃভাষা হিসেবে বাংলা ভাষার সংকটকালে। কারণ নিত্যনতুন আবিষ্কারের ছন্দে মাতোয়ারা হয়ে উঠতে একজন গবেষককে তাঁর লেখা ও ভাবনায় নিজস্ব ভাষার স্বাধীনতা যদি না দেওয়া যায় তবে তো পারতপক্ষে তাঁর স্বীয় ভাবনাকেই থামিয়ে পথরোধ করে দেওয়া হয়। এই শ্রেনীর মানুষরা কি তবে তাঁদের গবেষনার মাধ্যমে নবচেতনার উন্মেষ ঘটাবে না? এমন বহু প্রশ্ন উঠে আসতে পারে বিতর্কের আকারে, যার কোন উত্তর এখনো নেই আমাদের সামনে। তাই শিক্ষাকে যদি বাহ্যিক পোশাক বা অলঙ্কার হিসেবে না দেখে বিদ্যারূপ শক্তি অর্জনের উপায় হিসেবে দেখা যায়, কিম্বা শিক্ষাকে যদি সমাজের বিশেষ এক মুষ্টিমেয় অংশের সুবিধা ভোগের হাতিয়ার হিসেবে বৃহত্তর সমাজ থেকে আলাদা করে চিহ্নিত করা না হয় এবং শিক্ষাকে যদি সমাজের সকল শোষিত ও বঞ্চিত মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার কথা ভাবা যায় তবে খুব স্বাভাবিকভাবেই দেখা যাবে মাতৃভাষার উপর গুরুত্ব দেওয়া ছাড়া বিকল্প অন্য কোনো পথ নেই। মাতৃভাষাই তখন জনশিক্ষার হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে অচিরে।

তথ্যসূত্র :

১. মৈত্র, ভবেশ, প্রসঙ্গ : শিক্ষা ও সমাজ, আগষ্ট ২০০৭ সংস্করণ, দীপ প্রকাশন, কলকাতা, পৃ. ২৫
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫
৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩
৫. মজুমদার, নেপাল; রবীন্দ্রনাথ : শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি প্রসঙ্গে, মাঘ ১৪০৬ সংস্করণ, দে'জ পাবলিসিং, কলকাতা, পৃ. ১৫
৬. মৈত্র, ভবেশ, প্রসঙ্গ : শিক্ষা ও সমাজ, আগষ্ট ২০০৭ সংস্করণ, দীপ প্রকাশন, কলকাতা, পৃ. ৯৬
৭. পাল, দেবাশিস, ধর, দেবাশিস, দাশ, মধুমিতা ব্যানার্জী, পারমিতা, শিক্ষার ভিত্তি ও বিকাশ (১ম পত্র), রীতা বুক এজেন্সি, ৪৩ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা, জুলাই ২০১০ সংস্করণ, পৃ. ৩২৫-৩৩১
৮. Sykes, M., The Place of the English Language in Indian Education, Education Number, Volume XIII Parts 1& II, Visva-Bharati Quarterly. 1947, P. 113
৯. NEP's move to Teaching in Mother Toung could transform Learning in India. Karwal, Anita. February, 2022. The Economic Times. Web 12 June, 2022. https://economictimes.indiatimes.com/industry/services/education/reasons-why-the-neps-move-to-teaching-in-mother-tongue-could-transform-learning-in-india/articleshow/89691532.cms